পুলিশনাচের ইতিকথা

মধুময় পাল

কলকাতার পাঁচটা থানা থেকে বাছাই পুলিশ নিয়ে বাহিনী তৈরি হয়। হিন্দিতে যাকে বলে 'চুন্ চুন্ কর'! সংবেদনশীলতা ও ধৈর্যশীলতার কোনোরকম অভাব যেন না ঘটে সেদিকে লক্ষ রেখে। ভিড়-বাড়ানো ফালতু এলিমেন্ট নয়, কাজের ফোর্স চাই। অ্যাকশনের ব্লু প্রিন্ট রেডি। লালপ্রাসাদের মহাপ্রভুর দস্তখত মিল্ গয়া। গভীর রাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহিনী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর। লাঠিপেটা করে ক্যাম্পাস ও চারপাশ ফাঁকা করে দেয়। আন্দোলনকারীদের টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে থানার গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলে। পিটাই হয় জবরদস্ত্। যাকে বলে, হাত খুলে! যেখানে প্রতিরোধ, সেখানেই পিটাই। আহত আন্দোলনকারীদের হাসপাতালে নিয়েও পেটানো হয় নির্বিচারে। 'নির্বিচার' বলাটা বোধহয় ঠিক নয়। শাসক কখনও কোনো অন্যায় করে না। কারও পছন্দ না-হলে কিছু করার নেই। শাসক কখনও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করে না। 'নকশাল' বা 'মাওবাদী' সংযোগের আবছা ধূসর বা দুঃস্বপ্নদুষ্ট সম্ভাবনামাত্র থাকলে তো কথাই নেই, মজুত আছে 'সিদ্ধার্থ থেরাপি', বঙ্গীয় জ্যোতি-বান্ধব মহাপ্রভু আচরিত মায়াবী দাওয়াই। সর্বরোগে সর্বশোকে অব্যর্থ। যাকে বলে, বিষহরি! রজত মজুমদারদের মতো পুলিশসর্দাররা ঈশ্বরানুগ্রহে এখনও ধরাধামে বিরাজ করেন, তাঁরা এই দাওয়াইয়ের কার্যকরিতা সম্পর্কে ভালো বলতে পারবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, তো গভীর রাতে কেন? উত্তরটা সোজা, দিনমানে যে বড্ড বেশি লোকজন জাগে, কথা বলে, প্রশ্ন করে, প্রতিবাদ করে।

'সংবেদনশীল' ও 'ধৈর্যশীল' শব্দ দুটি শুনে কারও মনে হতে পারে ভিসিঅভিজিৎ-পিসিসুরজিৎ 'জগাই-মাধাই' কেস নিয়ে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যরাতের কথা। না, আমরা বলছি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুনের গভীর রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে সুশাসন কায়েমের কথা! বঙ্গভূমে তখন 'বাম নাম সৎ হ্যায়' সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মাননীয় প্রসূন মুখোপাধ্যায়। সেই হিসেবে কেস-টা বুদ্ধ-প্রসূন 'জগাই-মাধাই' বলা যেতে পারে। যাদবপুরের শিক্ষাঙ্গনে সুস্থিতি বজায় রাখতে সব রঙের প্রভুরাই 'জগাই-মাধাই' হয়ে ওঠে। এই ইতিকথা ধরা আছে এবারের একটি স্লোগানে : এক বৃন্তে দুটি ফুল/ আলিমুদ্দিন আর তৃণমূল।

কী ঘটেছিল ২০০৫-এ? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা অনশন করছিলেন। পাঁচজন উচ্চতর শ্রেণির পড়ুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে। ২০০৫-এর মার্চ থেকে আন্দোলন শুরু। প্রথম পর্যায়ে ধর্না। কর্তৃপক্ষ অটল। তারপর পরীক্ষা বয়কট। ফেটসু-র নেতৃত্বে এই আন্দোলনে শামিল হয় সব বিভাগের ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষা বয়কটও সফল হয়। কর্তৃপক্ষ অনড়। শুরু হল আমরণ অনশন। দু' নম্বব গেট-এর বাইরে ও ভেতরে মঞ্চ বেঁধে। বাইরে 'শাস্তিপ্রাপ্ত' ছাত্ররা। ভেতরে অন্যরা। অনশনে কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবু অনশন চলে। যাদবপুরের উপাচার্য সে-সময় মাননীয় অশোকনাথ বসু। পুলিশ দিয়ে আন্দোলন ভেঙে দেওয়া হবে, এরকম একটা তৎপরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল প্রশাসনিক সূত্রেই। কিন্তু প্রশ্ন ছিল, উপাচার্য কি পুলিশ ডাকবেন? পুলিশ দিয়ে ছাত্র ঠেঙাবার মানসিকতা কি তিনি লালন করতে পারেন? সন্দেহ ছিল রেজিস্ট্রারকে নিয়ে। তীব্র সন্দেহ। তিনি 'বাম নাম সৎ হ্যায়'-এর কল্যাণে রজতচিক্কণ (মজুমদার নয়) রেজিস্ট্রার। সন্ধেয় উপাচার্য বেরিয়ে গেলেন। আন্দোলনকারীরা আশঙ্কা করেন, রাতেই কিছু একটা ঘটবে। অনশনকারীদের ঘিরে থাকেন চারশোর মতো পড়ুয়া। ব্যারিকেড গড়ে। পুলিশ যেন অনশনকারীদের তুলে নিয়ে আন্দোলন ভেঙে দিতে না পারে। অনশনকারীদের কাছে পৌঁছতে হলে বর্বরতার পথে যেতে হবে। পড়ুয়ারা কি সেদিন অধুনা বহুকথিত 'সংবেদনশীলতা ও ধৈর্যশীলতা'র ওপর ভরসা রেখেছিলেন? পড়ুয়াদের গলায় গান আর স্লোগান, হাতে গিটার আর হাততালি। তাহা দ্বারা কী হয়? পুলিশের লাঠিতে বিষ থাকে, তাহা অত্যন্ত ধৈর্যশীলভাবে প্রতিবাদীদের গায়ে হাতে পিঠে মাথায় বেদনা সঞ্চারিত করিতে করিতে মহাপ্রভু নির্দেশিত কর্ম সম্পাদন করে, গান স্লোগান গিটার ইত্যাদি খতরনাক 'বহিরাগত'দের দ্রুত দুরমুশ করে এবং পুরস্কারস্বরূপ প্রোমোশন, পদক, রত্নটত্ন ইত্যাদি পাইয়া থাকে।

এই বর্বর পিটাইয়ের পর দিন (খ্রি. ২০০৫) সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গীয় 'বাম নাম সৎ হ্যায়'-এর মুখপাত্র মাননীয় বিমান বসু বলেন, পুলিশ লাঠি চালায়নি। উস্কানি সত্ত্বেও সংযত থেকেছে। অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে পুলিশ তাঁদের নিয়ে আসার সময় ছাত্রছাত্রীদের বাধার মুখ পড়ে। তখন সামান্য ধস্তাধস্তি হয়ে থাকতে পারে।

খ্রি. ২০১৪-য় মাননীয় উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেছেন, পুলিশ ছাত্রদের মারেনি। বরং ছাত্ররাই পুলিশকে মেরেছে।

খ্রি. ২০১৪-য় কলকাতা পুলিশের মাননীয় কমিশনার সুরজিৎ করপুরকায়স্থ বলেছেন, পুলিশ অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে ধৈর্যশীল ভাবে কাজ করেছে। লাঠি চালায়নি।

আশ্চর্য মিল! একেবারে তুতো ভাই!

আরও মিল আছে। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী সমিতির 'বাম-নামী' দাদারা পিটিয়েছিল পড়ুয়াদের। এবার শিক্ষাবন্ধু নামে তৃণমূলি দাদারা পেটাল।

আরও মিল আছে। ২০০৫ সালের ওই ঘটনার কয়েকদিন পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকে সভা করে এক দুর্ধর্ষ 'বাম' নেতা

ও মন্ত্রী (এখন প্রয়াত) হুমকি দিয়েছিলেন, দু' লাখ লোক এনে এখানকার নকশালদের ফাঁকা করে দিতে পারি। এখন অনুরূপ ভাবেই তৃণমূলের ছাত্রাধিনায়ক পালটা আন্দোলন করে 'গাঁজা-মদ-চরস ও বহিরাগত'সিদ্ধ পড়ুয়াদের নিকেশ করার হুমকি দিচ্ছেন গলা ফুলিয়ে। এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, সাড়ে তিন দশকের একচ্ছত্র শাসনে 'বাম-নামী' নেতা ও মন্ত্রীদের বংশধররা বিভিন্ন কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'অতিবাম' ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া অভ্যেস করে নিয়েছিলেন : ছেলে বা মেয়ে কি পড়াশোনা করবে, না ফিনিশ হয়ে যাবে? বলে গেলাম, ভেবে দেখবেন!

যাদবপুরের সব আন্দোলনের ক্ষেত্রে শাসকপ্রভুরা 'নকশাল', অধুনা 'মাওবাদী' তত্ত্ব খাড়া করে। এমনকি ২০০৬-এ সিঙ্গুর আন্দোলনের সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বার বার বলেছেন, যাদবপুরের পাঁচটা নকশাল....। এখনকার তৃণ নেতারাও 'মাকু-মাও' তত্ত্ব খাড়া করতে চাইছেন। নেশার দ্রব্যাদি প্লাস মাও, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র, লাল পোস্টার, কুলকুচো ও তিল ইত্যাদি সমাহারে শাসকপ্রভুরা নাটক জমিয়ে তোলার আরেকটা চেষ্টা করলেন।

এ বারের আন্দোলন তিনটে চিহ্ন স্পষ্টতর করে দিল।

এক. উপাচার্য (ভিসি) পদটার ভয়ঙ্কর অধঃপতন হয়েছে।

দুই. ইসি সদস্যরা আর স্বচ্ছ ও দৃঢ় নন। পড়ুয়াদের পুলিশের মুখে ফেলে রেখে বাড়ি ফিরে তাঁদের অনেকে বিবেকদংশনে কষ্ট পেয়েছেন বলে শোনা গিয়েছে!

তিন. হাজার হাজার সংবেদনশীল শব্দের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তৈরি হচ্ছে নতুন ইডিয়ম, যা ক্ষমতালোলুপ দলীয় রাজনীতির ভোকাবুলারিকে চ্যালেন্জ করে। আলিমুদ্দিন শুকিয়ে কাঠ/ এবার শত্রু কালীঘাট।

'বাম নাম সৎ হ্যায়'-এর বড়দা বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। কারণ, তাঁর বীরেরা প্রতিপক্ষে জয়েন করেছেন, করে চলেছেন। স্বাভাবিক। প্রতিপক্ষ এখন শাসক। শাসকের হাতে পুলিশ। পুলিশের ছায়াতলেই বীরের বাঁচা-মরা। পুলিশ হাতে না-থাকলে যে শাসক হওয়া যায় না তা যুক্তফ্রন্টের আমলেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অজয় মুখার্জি ও জ্যোতি বসু। জনগণের দুই নেতার পুলিশদপ্তর হাতে রাখার গোঁয়ার্তুমি ইতিহাস হয়ে আছে। অনেক পরে মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বাঁ হাতে সংস্কৃতি আর ডান হাতে পুলিশ। আজও দেখি....। নাচায় পুলিশ যথা দক্ষ বাজিকরে।

পুনশ্চ : একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে, পুলিশের লাঠি নিয়ে, আজ তাদেরই দেখি চ্যানেলে বসে লাঠির নিন্দা করে, তেড়েফুঁড়ে। লোকে হাসে।